ইত্তেফাক

তারিখ 22. 2. 86
পৃষ্ঠা ... .. 4. কলাম 4 ... ...

সমস্যা জর্জরিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের লেখাপড়া বিঘ্নিত

বিভিন্ন এলাকায় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হাজারো সমস্যায় জর্জরিত হইয়া পড়ায় ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে।

লামা বান্দরবান হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, স্কুলগৃহ ও আসবাবপত্রের অভাবসহ বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি নানাসমস্যায় জর্জরিত। সরকারী সূত্রে জানা যায়, জেলার মোট ২০৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে ১৭ হাজার ২ শত ৪১ জন ছাত্র ছাত্রী লেখাপড়া করিতেছে। শিক্ষকের ৫ শত ১৭টি পদ খালি রহিয়াছে। জেলার প্রায় ৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র একজন করিয়া শিক্ষক আছেন। জেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাক বোর্ড ও অন্যান্য আসবাবপত্র নাই। অনেক স্কুলের দরজা জানালা, বেড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোন কোন বিদ্যালয়ের চালায় টিন পর্যন্ত নাই।

আমাদের বাগেরহাটের সংবাদদাতা জানান, বাগেরহাট জেলায় ১৮০টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৬০টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২৯টি সিনিয়র মাদ্রাসা ও ৩৮টি দাখেল মাদ্রাসা আছে। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলির ভবন জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন ভবনের পলেস্তারা খসিয়া পড়িতেছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নাই। কোন কোন উচ্চ বিদ্যালয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কক্ষ দখল করিয়া থাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্থান সংকুলান হইতেছে না। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জামের অভাবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার মাঠ ও লাইব্রেরী না থাকা, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব, পানীয় জল ও শৌচাগারের যথার্থ ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি নানা সমস্যা রহিয়াছে।

নেত্রকোনা

নেত্রকোনা হইতে ইত্তেফাক সংবাদদাতা জানান, প্রয়োজনীয় সংস্কারাভাবে উপজেলার ৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১টি উচ্চ বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। কোন কোন স্কুল গৃহের দেওয়াল ও ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ভাঙ্গা ছাদ দিয়া বৃষ্টির পানি পড়ে। কোন কোন স্কুলের ভাঙ্গা বেড়া দিয়া গরু ছাগল ঢুকিয়া পড়ে। স্কুলগুলি সংস্কারের ব্যাপারে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে না।

বরগুনা

বরগুনা হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, বামনা উপজেলার সোনাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ চুয়াইয়া বৃষ্টির পানি পড়ে। ছাদের প্লাষ্টার খসিয়া পড়িতেছে। বীমগুলিতে ফাটল ধরিয়াছে। প্রায় ২ শত ছাত্র ছাত্রীর জন্য মাত্র ৭ খানা লোবেঞ্চ ও ৩ খানা হাই বেঞ্চ আছে। বেঞ্চের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের মাটিতে বসিতে হয়। দরজা জানালা নাই বলিলেই চলে। ৪ জন শিক্ষকের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে ক্লাশ নেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া প্রধনে শিক্ষক জানান। বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব রহিয়াছে। একই ইউনিয়নের পূর্ব সোনাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির অবস্থাও অনুরূপ। স্কুলের টিনের চালা দিয়া বৃষ্টির পানি পড়ে। দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রীর জন্য মাত্র ৬টি নড়বড়ে বেঞ্চ আছে। সিলিং না থাকায় গরমের দিনে ক্লাশ করা মুশকিল হইয়া পড়ে। অফিস কক্ষ নাই, নাই পার্টিশন। স্কুলের বারান্দাও নাই।